রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুলাই ৩১, ২০০০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ই আশ্বিন ১৪০৬বাং/২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং।

এস, আর, ও নং ২৮৮-আইন/৯৯ আইন/শ্রকম/শা--৯/৩(৪)/৯৯-Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section37 এর sub-section(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্বারা প্রকাশ করিল যথা:-

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর/বৎসর
১	২	৩
১।	আই, আর ও	১১২/৯২
২।	ই, ও	৩/৯৪
৩।	অভিযোগ	৯৬/৯৪
৪।	অভিযোগ	৩/৯৫
৫।	ফৌজদারী	৫১/৯৫
৬।	ফৌজদারী	৫২/৯৫
৭।	ফৌজদারী	৫৩/৯৫

মূল্য: টাকা ১০.০০

১	২	৩
৮।	আই, আর, ও	১১৬/৯৫
৯।	ফৌজদারী	২৭/৯৬
১০।	আই, আর, ও	৯৯/৯৬
১১।	আই, আর, ও	১১৭/৯৬
১২।	ফৌজদারী	১/৯৭
১৩।	ফৌজদারী	৩৪/৯৭
১৪।	অভিযোগ	৫০/৯৭
১৫।	মজুরী পরিশোধ	৭০/৯৭
১৬।	ফৌজদারী	৭৬/৯৭
১৭।	আই, আর, ও	৯০/৯৭
১৮।	আই, আর, ও	১০/৯৮
১৯।	আই, আর, ও	১১/৯৮
২০।	আই, আর, ও	১২/৯৮
২১।	আই, আর, ও	১৩/৯৮
২২।	আই, আর, ও	১৪/৯৮
২৩।	আই, আর, ও	১৫/৯৮
২৪।	আই, আর, ও	১৬/৯৮
২৫।	অভিযোগ	১৮/৯৮
২৬।	অভিযোগ	২৪/৯৮
২৭।	অভিযোগ	২৫/৯৮
২৮।	ফৌজদারী	২৭/৯৮
২৯।	অভিযোগ	৩০/৯৮
৩০।	ফৌজদারী	৩৩/৯৮
৩১।	কমপ্লেইন্ট	৪০/৯৮
৩২।	পি, ডব্লিউ	৯৮/৯৮
৩৩।	আই, আর, ও	১৩১/৯৮

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবু ওয়াহীদ
উপ-সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,

শ্রমভবন (৭ম তলা), ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর ও মামলা নং ১১২/৯২

মোঃ আরশাদ ড্রাইভার (নেভি),
কে, রহমান এণ্ড কোং, বায়েজিদ বোস্তামি রোড,
নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চিটাগাং।

১ম পক্ষ।

বনাম

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী,
৯/এ, নর্থ ধানমণ্ডি, কলাবাগান, ঢাকা।

রিজিওনাল ম্যানেজার,
কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী,
বায়েজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম।—২য় পক্ষগণ।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক, (জেলা ও দায়রা জজ), চেয়ারম্যান।
জনাব রশিদ আহমদ, (মালিক পক্ষ), সদস্য।

জনাব ওয়াজেদুল ইসলাম খান, (শ্রমিক পক্ষ), সদস্য।
রায়ের তারিখ: ৩০-৬-১৯৯৯ইং

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্কে অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার আওতায় ১ম পক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত একটি মামলা।

সংক্ষিপ্তকারে ১ম পক্ষের বক্তব্য এই যে তিনি ১নং ২য় পক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক ১১-৭-৮৩ তারিখের নিয়োগপত্রের ভিত্তিতে ড্রাইভার হিসাবে ২য় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক। তিনি কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, রেজিঃ নং-চট্ট-৯৭৬ সি, বি, এ এর সহ-সভাপতি বটে। নিয়োগপত্রের শর্তানুসারে তাহার সম্মতির ভিত্তিতে ২য় পক্ষ কর্তৃপক্ষের যে কোন প্রকল্পে তিনি বদলীযোগ্য হইতে পারে। তথাপি উক্ত কে, রহমান কোম্পানীর মহা ব্যবস্থাপক, বায়েজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ শিল্প এলাকা, চট্টগ্রাম কর্তৃক তাহার সম্মতি গ্রহণ ব্যাতিরেকে ৯-২-৮৭ ইং তারিখের চিঠিমূলে তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লায় বদলী করায় তিনি উক্ত বদলী প্রত্যাহার চাহিয়া ১১-২-৮৭ তারিখের ২য় পক্ষ বরাবরে একটি নিবেদন পেশ করেন। যাহা ২য় পক্ষ কর্তৃক ১৪-২-৮৭ তারিখে প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলতঃ তিনি এবং অপর একজন চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে আই, আর, ও মামলা নং ১৪/৮৭ এবং ১৫/৮৭ দায়ের করেন এবং তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১১-৩-৮৭ তারিখে শ্রম আদালত কর্তৃক তাহাদের বদলী আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়। এহেন অবস্থায় ১৪-৩-৮৭ তারিখের পত্রমূলে ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহাদের বদলী আদেশ বাতিল করা হয় এবং তৎপ্রেক্ষিতে উপরে বর্ণিত মামলা ৩০-৪-৮৭ তারিখে নিষ্পত্তি হয়। অতঃপর পুনরায় ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে ২-৬-৯১ তারিখের পত্রমূলে তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করিয়া অতি সত্বর কাজে যোগদানের আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত বদলী আদেশের বিরুদ্ধে তিনি ৮-৬-৯১ তারিখে

তর্কিত বদলী আদেশ বাতিলের প্রার্থনায় একটি অনুযোগ পত্র দাখিল করেন। যাহা ২য় পক্ষ কর্তৃক ঐদিনই গৃহীত হয়। উক্ত অনুযোগ পত্রের কোন প্রতিকার না করিয়া ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক ১৫-৬-৯১ তারিখে ১ম পক্ষকে দায়িত্ব মুক্তির আদেশ প্রদান করা হয়। যাহা তিনি ১৬-৬-৯১ তারিখে প্রাপ্ত হন। উক্ত দায়িত্ব মুক্তি আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি ২য় পক্ষ বরাবরে পুনরায় একটি নিবেদন পত্র প্রেরণ করেন। যাহা ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক ১৭-৬-৯১ তারিখে গৃহীত হয়। তাহার উক্ত নিবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী, চট্টগ্রামের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপকের স্বাক্ষরে তাহাকে জ্ঞাত করা হয় যে তিনি যে ভিত্তিসমূহ তাহার দরখাস্তে উল্লেখ করিয়াছেন উহা ২য় পক্ষ কর্তৃক বিবেচনায় আনা হয় নাই এবং উল্লেখিত কোম্পানীর শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হিসাবে তাহার কোন কার্যকর ভূমিকা না থাকায় এবং তাহার প্রতি কোন রূপ ট্রেড ইউনিয়ন জনিত কার্যাবলীর কারণে তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করা হয় নাই মর্মে উল্লেখ করা হয় এবং ঢাকায় যোগদান করার নিমিত্ত উক্ত পত্রে আদেশ দেওয়া হয়। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পুনরায় ২য় পক্ষ বরাবরে ২২-৬-৯৯ তারিখে পুনরায় তাহার বদলী আদেশের বিরুদ্ধে অপর একটি নিবেদন পেশ করেন। তাহার উক্ত নিবেদন পত্রের প্রেক্ষিতে ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক ২২-৬-৯১ তারিখে চিঠিমূলে তাহাকে জানান হয় যে পূর্বের বদলী সম্পর্কিত চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাহার কোন মন্তব্য নাই। উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে তিনি ২৩-৬-৯১ তারিখে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতের আই, আর, ও মামলা নং ১৪/৮৭ও ১৫/৮৭ মামলার রায়ের সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করেন এবং তিনি তাহার পূর্বের ৯-২-৮৭ তারিখের বদলী আদেশ ও ১৪-২-৮৭ তারিখের উহার প্রত্যাহার সম্পর্কিত আদেশও দাখিল করেন এবং ২য় পক্ষের সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। এমতাবস্থায় ২নং ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহার ২-৭-৯১ তারিখে ছুটি সংক্রান্ত আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাহাকে পুনরায় ঢাকার কারখানায় যোগদাদান করিতে আদেশ দেওয়া হয়। ২নং ২য় পক্ষ উক্ত চিঠির প্রেক্ষিতে তিনি পুনরায় তাহার বরাবরে ১০-৭-৯১ তারিখে অপর একটি চিঠি মূলে তাহার ২-৬-৯১ তারিখের বদলী আদেশ প্রত্যাহারের প্রার্থনা করেন এবং তাহাকে চট্টগ্রামে কাজ করিতে দেওয়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহার নিবেদন এখনও বিবেচিত হয় নাই। যেহেতু তিনি কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী চট্টগ্রামস্থ অফিসের শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং যেহেতু উক্ত ইউনিয়নটি সি, বি, এ হিসাবে কার্যকর রহিয়াছে কাজেই তাহা চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করার প্রাথমিক সদস্যপদ হারাইবেন। সহ-সভাপতির পদই নয় উহার প্রাথমিক সদস্যপদ ধরিয়া রাখিবার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইবেন। উপরোক্ত অবস্থায় ১ম পক্ষের এজেন্টের পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি এই বিষয়টি নিয়া চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে আই, আর, ও মামলা নং ২০৯/৯১ দায়ের করিলে আদালত কর্তৃক ৩০-৯-৯২ তারিখের আদেশ মূলে উক্ত আদালতে রক্ষনীয় নয় মর্মে দ্বিপাক্ষিক বিচারের খারিজ করিয়া দেওয়া হয়। কাজেই ১ম পক্ষ কর্তৃক অত্র আদালত উপ-যুক্ত আদালত বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে। মামলার প্রার্থনা অংশে এই মর্মে উল্লেখ করা হইয়াছে যে চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালত কর্তৃক আই, আর, ও মামলা নং ১৪/৮৭ এবং ১৫/৮৭তে ১১-৩-৮৭ও ৩০-৪-৮৭ তারিখে প্রদত্ত রায়ের ভিত্তিতে ২য় পক্ষের ১৪-৩-৮৭ তারিখের প্রদত্ত চিঠি এবং কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের সংবিধান বরাতে তাহার যে অধিকার সৃষ্টি হইয়াছে উহা বলবতকরণের নিমিত্ত এবং ২য় পক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ২-৬-৯১ তারিখের বদলী আদেশ ও ১৫-৯-৯১ তারিখে দায়িত্ব মুক্ত আদেশ অবৈধ গণ্যে ২য় পক্ষের উপর উহা বাতিলকরণের আদেশ প্রদান ও তাহাকে চট্টগ্রামে কাজ করিয়া যাওয়ার অনুমতি দিবার জন্য ২য় পক্ষের প্রতি আদেশ প্রদানের আবেদন করা হইয়াছে।

২য় পক্ষের পক্ষে একটি লিখিত জবাবের ভিত্তিতে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হইয়াছে। ১ম পক্ষের মামলা অস্বীকৃতিক্রমে এই যে আপত্তি উত্থাপন করা হইয়াছে যে ১ম পক্ষের অনুকূলে রোয়েদাদ সৃষ্টি বা মিমাংসা দ্বারা কোন অধিকার সৃষ্টি না হওয়ায় তাহার এই

মামলাটি খারিজযোগ্য। ইহা ব্যতিরেকে ১ম পক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রামস্থ শ্রম আদালতে একই কারণে নিয়া আই, আর, ও মামলা নং ২০৯/৯১ দায়ের করা হইলে উহা ৩০-৯-৯২ তারিখে খারিজ হওয়ায় অত্র মামলা দোবরা দোষেও দুষ্ট। ইহা ব্যাতিরেকে ১ম পক্ষকে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১১৯(১) ধারায় ৩০-১-৯৬ তারিখের পত্র মূলে তাহার প্রাপ্য সকল সুবিধাদি প্রদান করিয়া টার্মিনেট করায় অত্র মামলায় প্রতিকারের দাবী অকার্যকর হইয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে লিখিত জবাবে ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে ১ম পক্ষ শ্রমিক ইউনিয়নের সহ-সভাপতিও নহেন এবং কোন অফিস বিয়ারার হিসাবে কোন কর্মকর্তা নহেন এবং তাহাকে ১৫-৬-৯১ তারিখের আদেশমূলে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করায় তাহার অধিকার ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ইহা সঠিক নহে। ১ম পক্ষ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি হইলেই যে তিনি চট্টগ্রামে চাকুরী করিবেন এই ধরণের কোন অধিকার তাহাকে দেওয়া হয় নাই। ২য় পক্ষের মামলা সংক্ষিপ্তকারে এই যে ১ম পক্ষকে ১৯-৭-৮৩ তারিখে ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অতঃপর ২য় পক্ষ মেসার্স কে, রহমান এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড বিরাষ্ট্রীয় করণের প্রেক্ষিতে মেসার্স আবদুল মোনেম লিমিটেড উপর বর্তাইলে ১ম পক্ষের চাকুরী টার্মিনেট করা হয় এবং তাহার ১৯-৭-৮৩ তারিখের পক্ষে প্রেক্ষিতে আইসক্রিম শাখাতে পুনরায় নিয়োগ পত্রমূলে নিয়োগ দেওয়া হয়। উক্ত নিয়োগ পত্রে অন মিউচুয়াল শব্দটি হস্তে লিখিত। উক্ত আইসক্রিম কারখানা আর্থিক দৈন্যের কারণে নাসিরাবাদ কারখানা বন্ধ করার উপক্রম হইলে সি,বি,এ ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে ২৬-৭-৯১ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যে যাহারা নাসিরাবাদ কারখানাতে অতিরিক্ত গণ্য হইবে তাহাদিগকে কোম্পানীর স্বার্থে ঢাকায় বদলী করা যাইবে। এমতাবস্থায় বদলী সংক্রান্ত পক্ষের শব্দটি ওয়েভড এবং বাতিল হইয়া গিয়াছে এবং উক্ত শর্ত আইনতঃ প্রয়োযোজ্য নহে। ২৬-৭-৯১ তারিখের চুক্তিটি একটি দ্বিপাক্ষিক মিমাংসা বিধায় ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৯(২) ধারার বিধান মোতাবেক ১ম পক্ষসহ সকল শ্রমিকগণের উপর বাধ্য করা হইয়াছে। ইহা ব্যাতিরেকে উপ-রোক্ত আইনের ৪৭(বি) ধারা মোতাবেক বদলীর ক্ষেত্রে কোন ইউনিয়নের সহ-সভাপতি বদলীর হাত হইতে কোন রেহাই পাইতে হকদার নহেন। ১ম পক্ষকে ২-৬-৯১ তারিখের তর্কিত বদলী আদেশমূলে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করা হয় এবং ১৫-৬-৯১ তারিখের আদেশমূলে চট্টগ্রাম হইতে তাহাকে দায়িত্বমুক্ত করা হয়। উক্ত বদলীর প্রেক্ষিতে তিনি ঢাকাতে যোগদান না করিয়া চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে আই, আর, ও মামলা নং ২০৯/৯১ দায়ের করেন যাহা ৩০-৯-৯২ তারিখে খারিজ হয়। ইহার পরও তিনি ২য় পক্ষের ঢাকাস্থ অফিসে চাকুরীতে যোগদান করেন নাই। ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৯(১) ধারা মতে পক্ষকে তাহার প্রাপ্য সকল আর্থিক সুবিধাদি প্রদান করিয়া ৩০-১-৯৩ তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। কাজেই ১ম পক্ষের বর্তমান মামলা রক্ষনীয় নহে বিধায় খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয়

(১) ১ম পক্ষকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী সংক্রান্ত ২-৬-৯১ ইং তারিখের আদেশ এবং তদানুসারে ১৬-৫-৯১ ইং তারিখের কর্মবিমুক্ত আদেশটি ২য় পক্ষ ও সি, বি, এর মধ্যে স্বাক্ষরিত ২৬-৬-৯১ ইং তারিখের চুক্তির আওতায় বৈধ কি না ?

(২) ১ম পক্ষের মামলাটি দোবারা দোষে দুষ্ট কি না ?

(৩) বিচারাধীনকালে ১ম পক্ষকে টার্মিনেশনের কারণে অত্র মামলা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় অরক্ষনীয় হইয়া পড়িয়াছে কি না ?

(৪) ১ম পক্ষ তাহার প্রার্থনা মতে প্রতিকার পাইতে হকদার কি না ?

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত:

বিচার্য বিষয় নম্বর ১,২,৩,ও ৪:

সংক্ষিপ্তকরণ ও আলোচনার সুবিধার্থে সকল বিচার্য বিষয় একত্রে গৃহীত হইল।

পুনরাবৃত্তি পরিহারের লক্ষ্যে উভয় পক্ষের মামলার প্রাসংগিক বিরোধীয় বিষয়টি আলোচনার জন্য গৃহীত হইল। প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে ১ম পক্ষ মোঃ আরশাদ তাহার আর্জির বক্তব্যের সমর্থনে পি, ডব্লিউ ১ হিসাবে সাক্ষ্য দিয়াছে এবং তাহার দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী ১-১৭ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। অপরদিকে ২য় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকর্তা অনিল চন্দ্র ধর কর্তৃক জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থনে ডি, ডব্লিউ ১ হিসাবে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে এবং তৎকর্তৃক দাখিলী কাগজাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী ক-ঙ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতিরেকে ২য় পক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৬-৭-৯১ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তিনামা এবং ২য় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল মোমেনের স্বাক্ষরে ৩০-১-৯৮ তারিখে ১ম পক্ষের চাকরীর টার্মিনেশন সংক্রান্ত পত্র ও রেজিষ্ট্রিযুক্ত রশিদ ও ১ম পক্ষ বরাবরে তাহার স্থানীয় ও দেশের ঠিকানায় প্রেরিত টার্মিনেশন আদেশ বহনকারী ইনভেলাপ দুইটিতে, ২য় পক্ষের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে বিচার বিভাগীয় বিবেচনায় গ্রহণ করা হয়। উক্ত কাগজগুলি ১ম পক্ষের আপত্তি সত্বেও সঠিক বিচারের প্রয়োজনে বিবেচনায় আনা হল এবং ঐ সকল কাগজাদির উপর বক্তব্য রাখার জন্য ১ম পক্ষকে সুযোগও দেওয়া হয়।

আলোচনায় প্রারম্ভেই ইহা উল্লেখ করিতে হয় যে স্বীকৃতমূলে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষ অধীনে ড্রাইভার হিসাবে চট্টগ্রামস্থ কারখানার নিয়োগ লাভ করেন। নিয়োগপত্র তাং ১৯-৭-৮৩ ইং প্রদর্শনী ১। উক্ত প্রদর্শনী ১ হতে ইহা স্বীকৃত যে তাহার নিয়োগ পত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত ছিল। "His service is liable to transfer to any other project under the same management under the existing terms and conditions on mutual consent" ইহাও অস্বীকৃত নহে যে তাহাকে ৯-২-৮৭ তারিখের পত্র প্রদর্শনী ৩ মাধ্যমে তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লায় বদলী করা হয় এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে আই,আর, ও মামলা নং-১৪/৮৭ দায়ের করেন এবং অনৈক এখলাছ মিয়া কর্তৃক আই, আর, ও মামলা নং-১৫/৮৭ দায়ের করেন প্রদর্শনী ৪ এবং ইহাও অস্বীকৃত নহে যে ২য় পক্ষ পক্ষ কর্তৃক ১৪-১০-৮৭ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত বদলী আদেশ প্রত্যাহার করায় উক্ত মামলা দুইটি ৩০-৪-৮৭ তারিখে কারণের অস্তিত্ব বিদ্যমান না থাকায় খারিজ হইয়া যায় প্রদর্শনী ৭। তৎপর স্বীকৃতমূলে প্রদর্শনী ৮ মূলে ২-৬-৯১ তারিখে ১ম পক্ষকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী করা হয় এবং অপর একটি পত্র প্রদর্শনী ১ম মূলে উক্ত বদলী আদেশ প্রেক্ষিতে ১ম পক্ষকে ১৫-৬-৯১ ইং তারিখে তাহার চাকুরী হইতে রিলিজ দেওয়া হয়। প্রদর্শনী ১১ বক্তব্য হইতে দেখা যায় যে ১ম পক্ষকে ১৬-৬-৯১ তারিখে দরখাস্তের প্রেক্ষিতে ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে তিনি ইউনিয়নের সহ-সভাপতি এবং ১৯৯০ সনে ইউনিয়ন কর্তৃক দাখিলকৃত দাবী নামায় তাহার কোন স্বাক্ষর ছিল না এবং তাহাকে আক্রোশমূলে বদলী করা হইয়াছে। এই অভিযোগ ঠিক নয়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় প্রতিষ্ঠান দুইটিও ২য় পক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ একটি কোম্পানীর কর্তৃক বিধায় তাহাকে বদলী করা হইয়াছে। মর্মে জানাইয়া দেওয়া হয়। প্রদর্শনী ১২ মূলে ১৭-৬-৯১ তারিখে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষ বরাবরে পুনরায় কুমিল্লায় বদলী ও ২-৬-৯১ তারিখের বদলী আদেশ ও ১৫-৬-৯১ তারিখের বিমুক্ত আদেশ বাতিল করিয়া তাহাকে চট্টগ্রাম কাজ করিতে দেওয়ার প্রার্থনা সম্বলিত দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রদর্শনী ১৩, ২২-৬-৯১ তারিখে পুনরায় তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, তাহার, বদলী ও বিমুক্ত আদেশ আইনানুগ ও কোনরূপ আক্রোশ ব্যতিরেকে উহা করা হইয়াছে।

প্রদর্শনী ১৪, ১৫ ও ১৬ পত্র মমূহমূলে ১ম পক্ষ কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে বিভিন্ন অজুহাত সংক্রান্ত পত্র ২য় পক্ষ বরাবরে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর প্রদর্শনী ১৭ হইতে দেখা যায় যে ১ম পক্ষ কর্তৃক ২য় পক্ষ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আই, আর, ও মামলা নং-২৯/৯১ চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে দায়ের করা হয়। উভয় পক্ষের শুনানী অন্তে জুরিসডিকশন অভাবে ৩০-৯-৯২ তারিখে খারিজ করা হয় এবং ঐ মামলার রায়ে উল্লেখিত হইয়াছে যে অধিক্ষেত্র না থাকায় বিজ্ঞ বিচারক মামলার গুণাগুণ বিশ্লেষণে বিরত থাকেন। উভয় পক্ষের উপরোক্ত কাগজাদির প্রেক্ষাপটে এবং উভয় পক্ষের দাখিলী লিখিত যুক্তিতর্কের আলোকে ইহাই প্রতিয়মান হইতেছে যে ১ম পক্ষের চাকুরীর প্রাথমিক শর্তমূলে তাহার মতামত ব্যতিরেকে বদলী করা যাইত না ইহা ঠিক কিন্তু ২য় পক্ষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে ২৬-৭-৯১ তারিখে একটি যৌথ চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির শর্তসমূহ নিম্নরূপ:..

১। কে, রহমান এন্ড কোং এর নাসিরাবাদস্থ আইসক্রিম ফ্যাক্টরী বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে কোন শ্রমিক/কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে কর্তৃপক্ষ মনে করেন না যে সকল শ্রমিক/কর্মচারী নাসিরাবাদ ফ্যাক্টরীতে অতিরিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবেন এবং যে সমস্ত শ্রমিক/কর্মচারী কোম্পানীর স্বার্থে ঢাকাতে প্রয়োজন বলে মনে করা হইবে তাহাদের সকলকেই ঢাকা বদলী করা হইবে।

২। অদ্যকার এই আলোচনা সভার উপস্থিত ইউনিয়ন কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যবস্থাপনাকে এই আশ্বাস প্রদান করেন যে কোম্পানীর প্রয়োজন অনুযায়ী যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য মালামাল কোম্পানীর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিবে না।

৩। অতঃপর কোন শ্রমিককে বদলী বা টারমিনেশন করা হইলে উহা ইউনিয়নের সহিত আলোচনা করে করা হইবে।

৪। গত সাইক্লোনে চট্টগ্রাম কারখানার দেওয়াল যাহা নষ্ট হইয়াছে উহা এখনও মেরামত না হওয়ার ইউনিয়ন কর্মকর্তাগণ বিষয়টি কর্তৃপক্ষের নজরে আনিলে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহাদের ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং অনতিবিলম্বে মেরামতের নির্দেশ দান করেন।..

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারার বিধানাবলী নিম্নে উল্লিখিত হইল।

"......Any collective bargaining agent or any employer or workman may apply to the Labour Court for the enforcement of any right guaranteed or secured to it or him by or under any law or any award or settlement.....".

এক্ষণে 'এওয়ার্ড' এবং 'সেটেলমেন্ট' সম্পর্কে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২(২) এবং ২(২৪) ধারাতে বর্ণিত সংজ্ঞা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

"..(ii) "Award" means the determination by a Labour Court. Arbitrater or Appellate Tribunal of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award: (XXiV) "Settlement" means a settlement arrived at in the course of conciliation proceeding, and includes an agreement between an employer and his workmen arrived at otherwise than in the courses of any

conciliation proceeding, where such agreement is in writing, hasbeen signed by the parties thereto in such manner as may be prescribed and a copy there of has been sent to the Government, the Conciliater and such other person as may be prescribed.——".

ইহা ব্যতিরেকে চুক্তির প্রেক্ষিতে 'সেটেলমেন্ট' সম্পর্কে উপরে বর্ণিত আইনের ৩৯(২) ধারার বিধানটি নিম্নে আলোচ্য মামলার প্রয়োজনে উদ্ধৃত হইল।

"——(2) A settlement arrived at by agreement between the employer and a trade union otherwise than in the course of conciliation proceedings shall be binding on the parties to he agreement——".

উপরে উদ্ধৃত শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ আইনসমূহের বিধানাবলীর নিরীখে ১ম পক্ষের বদলী সংক্রান্ত চাকরীর শর্তটি 'মিউচ্যুয়াল কনসেন্ট' এর বিষয়টি 'এওয়ার্ড' ও 'সেটেলমেন্ট' আওতায় পড়ে না। তবে ইহা ঠিক চুক্তি আইনে ইহা একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। কাজেই চুক্তি আইনের অধীনে ১ম পক্ষের চাকুরীর শর্ত চুক্তি আইনে অর্জিত হইলেও ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় উহা কার্যকর করিতে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা নাই। ইহা ব্যতিরেকে আলোচ্য ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের দাখিলী কাগজাদি হইতেও ইহা পরিলক্ষিত হইতেছে যে ১ম পক্ষের ইউনিয়ন ও ২য় পক্ষের মধ্যে ২৬-৭-৯১ তারিখের স্বাক্ষরিত চুক্তির পূর্বেই ১ম পক্ষকে বদলী করায় উক্ত 'সেটেলমেন্ট' তাহার প্রতি বাধ্যকর নহে। কাজেই ১ম পক্ষের নিয়োগের শর্তের বরখেলাপ প্রদর্শনী ৮ মূলে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকায় বদলী সংক্রান্ত আদেশ এবং প্রদর্শনী ১০ ভিত্তিতে ১৫-৬-৯১ তারিখে চট্টগ্রাম হইতে অবমুক্ত করার বিষয়টি চুক্তির আওতাবহির্ভূত ইহা সঠিক যে ১ম পক্ষ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি থাকার কারণে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৭(বি) ধারার আওতায় বদলী সংক্রান্ত কোন সুবিধা পাইতে পারেন না। উক্ত আইনের সুবিধা একমাত্র সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। আলোচ্য পরিস্থিতিতে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে চট্টগ্রাম শ্রম আদালতে ১ম পক্ষ কর্তৃক যে মামলা দায়ের করা হইয়াছিল উক্ত মামলার রায়ের বক্তব্য মোতাবেক অত্র মামলা দোবারা দুষ্টে বাধিত হইবে না এই কারণে যে উক্ত আদালতের মামলার বিষয়বস্তু সম্পর্কে গুণাগুণ বিচারে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় নাই। প্রসংগত: ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে ১ম পক্ষকে ২য় পক্ষ কর্তৃক ৩০-১-৯৩ তারিখের পত্রমূলে চাকরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে এবং অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছিল ২৬-১০-৯২ তারিখে অর্থাৎ মামলা বিচারাধীন থাকা অবস্থায়ই ১ম পক্ষকে চাকুরী হইতে টার্মিনেট করা হইয়াছে। উক্ত টার্মিনেট আদেশ ১ম পক্ষের স্থানীয় ঠিকানায় ও দেশের ঠিকানাতে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে দেখা যায় ১১-২-৯৩ তারিখে। পোষ্টাল পিয়ন কর্তৃক খামের উপর মন্তব্য লেখা হইয়াছে 'ফেরত'। অপরদিকে ৪-২-৯৩ তারিখে খামের উপর পোষ্টাল পিয়ন কর্তৃক বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে যে লেফট। অত্র প্রসংগে ইহাও উল্লেখ করিতে হয় যে ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ১৮(৫) ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে যদি একজন শ্রমিক মালিক কর্তৃক তাহাকে সম্বোধন করা কোন নোটিশ, চিঠি, অভিযোগ পত্র, আদেশ অথবা অন্য কোন দলিল গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে নোটিশ চিঠি, অভিযোগ পত্র আদেশ অথবা দলিল তাহার নিকট অর্পন করা হইয়াছে গণ্য করা হইবে যদি ইহার একটি অনুলিপি নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং শ্রমিকের সবশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিষ্ট্রিকৃত ডাকযোগে প্রেরিত হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে ১ম পক্ষের টার্মিনেশনের আদেশটি মালিক কর্তৃক প্রদত্ত একটি আদেশ হওয়া এবং রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে মালিক কর্তৃক ১ম পক্ষের স্থানীয় ও দেশের ঠিকানায় প্রেরিত হইয়াছে বিধায় আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইতেছি আলোচ্য পরিস্থিতিতে ১ম পক্ষ ২য় পক্ষের

অধীনে স্বীকৃত মতে টার্মিনেশনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ ৩০-১-৯৩ তারিখ পর্যন্ত যে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন ইহাতে কোন দ্বিমত নাই। ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে তাহাকে চট্টগ্রাম হইতে ঢাকার ২-৬-৯১ তারিখের বদলী আদেশ ও ১৫-৬-৯১ তারিখের বিমুক্ত আদেশ 'সেটেলমেন্ট' আওতা বহির্ভূত থাকায় এবং তাহার চাকুরীর শর্তের বহির্ভূত হওয়ায় তিনি টার্মিনেশনের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত ২য় পক্ষের অধীনে একজন স্থায়ী শ্রমিক ছিলেন ঠিকই কিন্তু ২য় পক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী টার্মিনেট করায় তিনি ১৯৬৯ সনের শিল্প অধ্যাদেশের ২(২৮) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা মতে ৩০-১-৯৩ তারিখের পর হইতে আর শ্রমিক নহেন বিধায় তাহার অত্র মামলা অত্র আদালতে ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় রক্ষণাবেক্ষণ নহে মর্মে আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

বিজ্ঞ সদস্যগণের সহিত আলোচনা হইয়াছে। শ্রমিক পক্ষের সদস্য আমার মতামতের বিরুদ্ধে ভিন্নতা পোষণ করিয়া কোন বক্তব্য দেন নাই তবে মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ কর্তৃক একটি লিখিত মতামত দাখিল করা হইয়াছে। মামলার বিশ্লেষণে কতিপয় বিষয়ে বিজ্ঞ সদস্য কর্তৃক ভিন্ন আংগিকে তাহার মতামত উপস্থাপন করা হইলেও ১ম পক্ষের মামলা যে টার্মিনেশনের কারণে অরক্ষণীয় হইয়াছে তদ বিষয়ে আমার সহিত একমত পোষণ করিয়াছেন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি দোতরফা সূত্রে নিঃখরচায় খারিজ করা হইল।

অত্র রায়ের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
৩০-৬-৯৯
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ই, ও, মামলা নং ৩/৯৪
সহকারী পরিচালক,
জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
কাকরাইল, ঢাকা।—অভিযোগকারী।

বনাম

১। মোঃ হাবিবুর রহমান।

২। মোঃ নুরুল ইসলাম।

৩। সিরাজুল,
সবার পিতা ফজর আলী মুন্সী,
গ্রাম মোরজান, পোঃ রায়পুর,
জেলা নরসিংদী।

৪। আলিমুদ্দিন ভুইয়া,
পিতা আলী আকবর ভুইয়া।

৫। আলী আকবর ভুইয়া,
পিতা অজ্ঞাত, গ্রাম বলনপুর,
পোঃ ও জেলা নরসিংদী।—আসামীগণ।

উপস্থিত: জনাব মোঃ আবদুর রাজ্জাক (জেলা ও দায়রা জজ),
চেয়ারম্যান, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, ঢাকা।

রায়ের তারিখ: ৩০-৬-৯৯ইং

ইহা ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধের অভিযোগে আসামীগণের বিরুদ্ধে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কাকরাইল, ঢাকা কর্তৃক দায়েরী নালিশী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত একটি মামলা।

রাষ্ট্র পক্ষের মামলা সংক্ষিপ্তকারে এই যে, আসামীগণ পরস্পর জনৈক তমিজ উদ্দিনকে এই মর্মে বলা হয় যে, তাহাদের জনৈক আত্মীয় আলিমুদ্দিন বিদেশে লোক পাঠায় এবং তৎ কর্তৃক ৮৫,০০০ টাকা দাবী করা হয়। তমিজ উদ্দিন সরল বিশ্বাসে তাহাদিগকে ৬০,০০০ টাকা দেয় এবং এই মর্মে একটি দলিল সম্পাদিত হয়। আলিমুদ্দিন তাহার ছেলেকে বিদেশে প্রেরণের পরিবর্তে চট্টগ্রাম নিয়া একটি হোটেলে রাখে। পরবর্তীতে তিনি তাহার ছেলেকে উক্ত হোটেল হইতে উদ্ধার করেন। এই বিষয়ে গ্রামে একটি শালিশ হয়। শালিস মতে তাহার পুত্রের পরিবর্তে তাহারা তমিজ উদ্দিনকে বিদেশে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। পরবর্তীতে আসামীগণ তাহাকে ভুয়া পাসপোর্ট এবং ভিসা দিয়া দুবাই প্রেরণ করে। ভুয়া পাসপোর্ট এবং ভিসার কারণে তাহাকে সেই দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জেল হাজতে প্রেরণ করে। তারপর দুবাই কর্তৃপক্ষ তাহাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠায়। আসামীগণ পরস্পর টাকা পয়সা গ্রহণ করিয়া তাহার পুত্রকে বিদেশে প্রেরণ এবং তাহাকে ভুয়া পাসপোর্ট এবং ভিসা দ্বারা বিদেশে পাঠানোর প্রতারণা করিয়াছে বিধায় ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিয়াছেন বিধায় তাহাদের বিরুদ্ধে অত্র মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে আসামী হাবিবুর রহমান, নুরুল ইসলাম ও সিরাজুল ইসলামের উপস্থিতিতে এবং জামিনে পলাতক আসামী আলিমুদ্দিন ও আসামী আলী আকবর ভুইয়া পূর্বাপর অনুপস্থিতিতে ফৌঃ কাঃ বিধির ৩৫২ ধারা অনুসরণক্রমে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩(বি ৬) ধারায় অত্র আদালত কর্তৃক অভিযোগ গঠন করা হয়। উপস্থিত আসামীগণকে অভিযোগ পড়িয়া শুনান হয় তাহারা নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচারের প্রার্থনা জানান। অতঃপর রাষ্ট্র পক্ষে নালিশী দরখাস্ত দায়েরকারী জনাব ফিরোজ কবির পি, ডব্লিউ ১ এবং তমিজউদ্দিন পি, ডব্লিউ ২ এর সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। রাষ্ট্র পক্ষে দাখিলী কাগজাদি তমিজউদ্দিন কর্তৃক জেলা প্রশাসক, নরসিংদী বরাবর দাখিলী অভিযোগ পত্র প্রদর্শনী

২ এবং সহকারী কমিশনার, নরসিংদী কর্তৃক অনুষ্ঠিত তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী ১ হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে।

বিচার্য বিষয়:

(১) আসামীগণ ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩ (বি ৬) ধারায় কোন অপরাধ করিয়াছে কিনা? করিয়া থাকিলে তাহাদের কাহাকে কি পরিমাণ শাস্তিতে দণ্ডিত করা যাইতে পারে?

বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত

পি, ডব্লিউ ১ ফিরোজ কবির ২১-১১-৯৬ ইং তারিখে জেলা প্রশাসক, নরসিংদী চিঠিসহ প্রাপ্ত তদন্ত বিবরণী প্রদর্শনী ১ ভিত্তিতে এই মামলা দায়ের করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত: তদন্তকারী সহকারী কমিশনার, নরসিংদীকে রাষ্ট্র পক্ষ নালিশী দরখাস্তের প্রেক্ষিতে পরীক্ষা করা হয় নাই। তৃতীয়ত: পি, ডব্লিউ ২ তমিজউদ্দিন কর্তৃক জেলা প্রশাসক, নরসিংদী বরাবর আসামীদের বিরুদ্ধে প্রদর্শনী ২ মূলে যে অভিযোগ দায়ের করা হয় সে সম্পর্কে তিনি তাহার জেরার সাক্ষ্যে বলেন যে জেলা প্রশাসকের নিকট যে দরখাস্ত টাইপ করা হয় তাহাতে কি লেখা ছিল তাহা তাহার জানা নাই। টাইপ কারক জানে। দরখাস্ত তাহাকে পড়িয়া শোনান হয় নাই। টাইপ কারক তাহাকে টিপ দিতে বলিলে সে টিপ দেয়। ডকে উপস্থিত আসামীগণ ভাল মানুষ এবং এলাকার সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ। এলাকার অন্য লোকের প্ররোচনায় তাহাদিগকে এই মোকাদ্দমায় জড়ান হইয়াছে। যাহা টাইপ কারক জানে। আসামীরা খালাস পাওয়ার যোগ্য। কাজেই, সাক্ষ্যের এইরূপ পরিস্থিতিতে আমি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি যে আসামীরা যে বিদেশে লোক পাঠানোর নাম করিয়া তমিজউদ্দিনের নিকট হইতে টাকা গ্রহণ করিয়াছিল তাহা প্রমাণের নিমিত্ত উক্ত তমিজউদ্দিন স্বয়ং কর্তৃক সমর্থক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। সুতরাং, রাষ্ট্র পক্ষ আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য অভিযোগ রাষ্ট্র পক্ষে পি, ডব্লিউ ১ ও পি, ডব্লিউ ২ সমর্থক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে বিধায় আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তাহারা নির্দোষ সাব্যস্ত হইল। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, আসামী হাবিবুর রহমান, নুরুল ইসলাম, সিরাজুল ও অনুপস্থিত আসামী আলিমুদ্দিন ভূইয়াও আলি আকবর ভুইয়াকে ১৯৮২ সনের ইমিগ্রেশন অর্ডিন্যান্সের ২১ ও ২৩(বি) ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে নির্দোষ সাব্যস্তে খালাস প্রদান করা হইল। জামিনে থাকা আসামীগণ অবিলম্বে জামিন নামার দায় হইতে মুক্ত হইবেন।

এই আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
৩০-৬-৯৯
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্য্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক, এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৯৬/৯৪

মোঃ জয়নাল হোসেন,, পিতা মোঃ রমিজ উদ্দিন,
গ্রাম জাফরাবাদ,পোঃ চান্দিনা, থানা দেবিদার,
জিলা কুমিল্লা।—১ম পক্ষ।

বনাম

হাবিবুর রহমান টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
আজিমনগর, কুমিল্লা ও অপর তিনজন।—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং ৩৯ তাং ৩-৬-৯৯

মামলাটি ১ম পক্ষের কারণ দর্শানোর জন্য ধার্য আছে। ১ম পক্ষ বিনা তদবীরে অনুপস্থিত ২য় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মণ্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ২য় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শ্রুত হইল। ১ম পক্ষের অব্যাহত অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন। এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইলযে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
৩-৬-৯৯
চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা)
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৩/৯৫

আঃ ছাত্তার মোল্লা, পিতা আঃ রব মোল্লা,
গ্রাম দাউদকান্দি, পোঃ ইসলামাবাদ,
থানা দাউদকান্দি, জিলা কুমিল্লা।—১ম পক্ষ

বনাম

হাবিবুর রহমান টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
পক্ষের ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৮/৪, তোপখানা রোড, ঢাকা এবং
অপর দুইজন—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং ৪৩, তাং ২৮-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। পক্ষগণ অনুপস্থিত। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টুর সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ হইতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশের নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক

চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৫১/৯৫
গোলাপী, কার্ড নং-২২০,
প্রযত্নে মুজিবুর রহমান,
উত্তর বাড্ডা, শপ-১৪,
মিস্ত্রিরিটোলা, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।—অভিযোগকারী।

বনাম

১। এম, এ জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

২। মনির, লাইন চিফ,
উত্তর লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
কারখানা ইউনিট নং ১,
১৭৯, পূর্ব রামপুরা ডি আই টি রোড, ঢাকা-১২১৯ আসামীগণ।

আদেশ নং-১৫, তাং ১০-৬-৯৯

বাদীর আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) এম, এ জলিল ও (২) মুনির অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীর অব্যাহতভাবে অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী নং (১) এম, এ জলিল ও (২) মুনিরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহারা জামিনের দায় হইতেও মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুল রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত, ঢাকা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
ফৌজদারী মামলা নং-৫২/৯৫

ফিরোজা, কার্ড নং-৭৪,
প্রযত্নে-হক সাহেব, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা।—অভিযোগকারী।

বনাম

১। এম, এ জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

২। মনির, লাইন চিফ,
উভয় লোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
কারখানা ইউনিট নং-১,
৩৭৭, পূর্ব রামপুরা ডিআইটি রোড, ঢাকা-১২১৯ আসামীগণ।

আদেশ নং-৩৫ তাং-৩০-৬-৯৯

বাদীর আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) এম, এ, জলিল ও (২) মুনির অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীর অব্যাহতভাবে অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার আনিত অভিযোগ হইতে আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার আনীত অভিযোগের দায় হইতে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী নং (১) এম, এ জলিল ও (২) মুনিরকে অব্যাহত দেওয়া গেল এবং তাহারা জামিনের দায় হইতেও মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন। অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান, ২য় শ্রম আদালত,
ঢাকা।

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন(৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৫৩/৯৫
হনুফা, কার্ড নং-৯৮,
প্রযত্নে বাবুল, ভিডিও শপ,
উত্তর বাড্ডা, ঢাকা—অভিযোগকারী

বনাম

১। এম, এ জলিল, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

২। মনির, লাইন চীফ,

উত্তরা নোটাস এ্যাপারেলস লিঃ,
কারখানা ইউনিট নং-১
৩৭৯, পূর্ব রামপুরা ডিআইটি রোড, ঢাকা-১২১৯।—আসামীগণ।
আদেশ নং-৩৫, তাং ৩৩-৬-৯৯

বাদীর আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। জামিনপ্রাপ্ত আসামী নং (১) এম, এ জলিল ও (২) মুনির অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীর অব্যাহতভাবে অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে আসামীগণকে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগের দায় হইতে ফৌঃকাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী নং (১) এম, এ জলিল, ও (২) মুনিরকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহারা জামিনের দায় হইতেও মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেক

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Office of the Chairman, Second Labour Court,
Srama Bhaban (6th floor), 4, Rajuk Avenue,
Dhaka.

I.R.O. Case No. 116/95.

Registrar of Trade Unions,
Govt. of the People's Republic of Bangladesh
4. Rajuk Avenue, Dhaka-1000—*First party.*

Versus

Persident & General Secretary,
Petrobangla Approved Contractors
Establishment Malik Samity, (Regd. No. B-1823),
160, North Jatrabari, (6th floor), Dhaka.—*Second party.*

Present : Mr. Md. Abdur Razzaque, (Dist. & Sessions Judge) Chairman.
Mr. Rashid Ahmed, (Employer side) Member.
Mr. Fazlul Hoque Montu, (Worker side), Member.

Judgement-datsed, 20-06-99.

This is an application u/s 10(2) of the Industrial Relations Ordinance, 1969 at the instance of the first party Registrar of Trade Union praying for cancellation of registration of second party trade union's registratiou bearing Regd. No. B-1823, 160, Uttar Jatrabari (1st floor), Dhaka.

Case of the first party, in short, may briefly be stated that the second party union get registration on 28-4-86. The President and General Secretary of the second party was allowed 14 days time for the submission annual return and 60 days for holding election vide first party's letter No. RTU/(15)/586 dated 20-7-94. Finding no response the first party again sent another letter bearing no RTU/247 dated 29-3-95. asking the second party to submit the annual return of 1992 and 1993 and holding election of executive committee within 15 days but the second party made no response. Meanwhile the period of submission of annual return of 1994 has expired but no return has yet been submitted nor election of executive committee was held by the second party. Thus, the second party has contravened the provisions as contained in Article 23 of the constitution and the provision as contained in section 21 of I.R.O, 1969 and rule 13 of I.R.O, 1977 Therefore, the registration of the second party union is liable to be cancelled in terms of section 10(1)(e) & (d) of the I.R.O, 1969. Hence, the application..

On behalf of the second party union written statement has been filed under the signature of its General Secretary. On denial of the first party's case it has been alleged, *inter alia*, that for having no cause of action and the ground for not being formulated according to law the application is liable to be rejected.

Second party's specific case may, precisely, be stated that the union got registration on 28-4-86. For certain organisational complexicities the second party union could not hold the election of the executive committee and submit annual returns to the first party in time. Subsequently election has been held and on 7-12-95 annual returns for the year 1992, 1993 and 1994 were submitted. Therefore, there exists no cause of action for the cancellation of registration of the second party union. In the circumstances, they have prayed to dismiss the first party's application.

Points for determination :

1. Whether cause of action for cancellation still exists or not?

2. Whether the first party offered any show cause notice upon the second party union mentioning the grounds for cancellation of second party's registration?

3. Could the first party be given permission for cancellation as sought by the first party?

Findings and decisions :

Point No. 1, 2 & 3.

All the points are taken up together for discussion for the sake of brevity and convenienced.

Admittedly the second party union namely Petrobangla approved Contractors Establishment Malik Samity was given registration by the first party as a trade union on 28-4-86 and it is also admitted that the second party fail to submit the annual returns of the union for the year 1992 and 1993 in time though those were filed on 7-12-95. This filing of these returns and received of the same by the second party is no doubt contravened the povisions as contained in section 21 of the I.R.O, 1969 and rule 13 of the I.R.R., 1977 for the year 1992 and 1993. This contraventions of law could not be rectified by the submission of returns for the years on 7-12-95. So, I am constrained to hold my view that cause of action for seeking permission for cancellation of registration of the first party union has not yet been extinguished in view of late submission of returns for the year 1992 and 1993 along with annual return of 1994 on 7-12-95.

In course of hearing on the next issue both parties admitted that no show cause notice was sent or served upon the second party as to why the registration shall not be cancelled for non-submission of the annual returns for the year 1992 and 1993 and for non-holding the election of office bearers contravening the provisions of article 23 of its constitution etc. According to the decision rendered by his Lordship Mr. Justice Mohammad Habibur Rahman, Member, Labour Applellate Tribunal, Dhaka in Appeal No. 132/95 (between Bangladesh Steel & Engineering Corporation Kendrio Karmachari Oikka Dal (Reg. No. 1260) represented by its President & General Secretary, Bangladesh Steel House, Kawran Bazar, P.S. Tejgaon, Dhaka. Appellant. *Vs.* Registrar of Trade Union, Dhaka Division, 9, Bejoynagar, P. S. Ramna, Dhaka, Respondent) the Registrar is required under sub-section (3) of the said section 10 of the Industrial Relations Ordinance, 1969 to be of the opinion) which by legal impication necessarily means formulation of opinion by followig the principle of natural justice giving the party to be affected adequate opportunity to show cause regarding any or some of the grounds mentioned in the said sub-section (1) of section 10 of the Industrial Relations Ordinance, 1969. But in the instant case we do not find any show cause notice sent by registered post or served upon the second party for the cancellation of its registration for non-submission of annual returns for the afresaid years of 1992 and 1993 etc. of or non-sending of reports of election of office bearers in contravention of its constitution. So, for non-compliance of Higher Courts decision by the first party for not issueing show cause notice upon the second party has discussed above the first party's prayer for seeking permission for the cancellation of the second party's registration deserves no consideration.

The Learned Members have been consulted. The Learned Member for the employer side Mr. Rashid Ahmed submitted his written opinion shareing my view. In the result, the case fails, Hence, it is hereby,

Ordered

that the case be dismissed on contest, however, without any order as to costs.

Let three copies of the judgement be sent to the Government.

... **Md. Abdur Razzaque,**
Chaisman.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা), ৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-২৭/৯৬

ইয়াসমিন, পিতা-আঃ রশিদ,
প্রযত্নে-নাজমা আকতার,
২০০, শান্তিনগর, ঢাকা—অভিযোগকারী।

বনাম

জনাব শফিকুর রহমান,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ওয়ার্লড এ্যাকশন লিঃ,
১০৭, ডি, আই, টি রোড, মালিবাগ, থানা-মতিঝিল, ঢাকা—আসামী।

আদেশ নং-২৮, তাং ৩-৬-৯৯

বাদী ও আসামী শফিকুর রহমান অনুপস্থিত। আসামী শফিকুর রহমান ফৌঃ কাঃ বিধির। ২৪৭ ধারা অনুযায়ী তাহার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে; বাদীর অনুপস্থিতিতে আসামী শফিকুর রহমানকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হইতে খালাস প্রদান করা হইল এবং জামিননামা হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা), ৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও, মামলা নং-৯৯/৯৫

মনোয়ারা বেগম,
প্রযত্নে-বাবুল মিয়া,
রোড-১৩৮, বাড়ী-১০, গুলশান, ঢাকা-১২১২—১ম পক্ষ।

বনাম

নরেন্স গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে-ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৩০, চামেলীবাগ, শান্তিবাগ,
থানা-মতিঝিল, ঢাকা ও অপর একজন।—২য় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ২৪, তাং ৩-৬-৯৯

মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য ধার্য আছে। ১ম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী হাজিরা দিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। ১ম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে বার বার ডাকিয়াও আদালতে পাওয়া গেল না। নথি চাহিলাম ১ম পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
Office of the Chairman, Second Labour Court,
Srama Bhaban (7th floor), 4, Rajuk Avenue, Dhaka.

I.R.O. Case No. 117/96.

Md. Rajul Islam, M chanic 'Kha',
Hajimara Switch Gate, P.O. Islamgonj,
P.S. Raipur, District. Laxmipur *Fisrt party.*

Verus

1. Chairman,
   Bangladesh Water Development Board,
   Wapda Bhaban, Motijheel C/A, Dhaka-1000.
2. Secretary,
   Banglades Water Development Board
   Wapda Bhaban, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

3. Deputy Director (Accounts),
Accounts Maintenance Directorate,
Bangladesh Water Development Board,
Wapda Bhaban, Motijheel C/A, Dhaka-1000.

4. Executive Engineer,
Chandpur Mechanical Division.,
Water Development Board, Chandpur.

5. Assistant Engineer,
Chandpur Mechanical Division,
Water Development Board, Chandpur Second parties.

Present : Mr. Abdur Razzaque (Dist. & Sessions Judge), Chairman.
Mr. Rashid Ahmed (Employer side).
Mr. Fazlul Hoque (Worker side), Members.
Judgement-dated, 13-06-99

This is an application u/s 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969.

In short, the case of the first party is that he was appointed as Swith Gate Mechanic in 1966 and has been working in Hajimara Swith Gate. His service record under the second party is clean. The second party no 2 *vide* memo no. 255(500) WDB (Sector/F, A & A-2/A, S U-85 date 18-5-86 introduced pension scheme for all the employees of BWDB and invited options requiring to be submitted within six months with effect from 1st May, 1986 in presoribed forms. The first party and 36 other employees of Hajimara Switch Gate submitted their options in favour of the second party No. 3 through the second party No. 5 who forwarded the same in late to the second party No. 4 for onward transmission. Subsequently, on 1-10-90 the second party No. 5 sent those options to the second party No. 3 who informed him that those options were not acceptable in view of late submission. For non-inclusion of the first party and 36 others in the pension scheme, their rights have been infringed. So, they again applied on 5-10-96 to the second party No. 1 and 2 by registered post with A/D for inclusion their names in the pension scheme. But to no effect. Hence, they have been constrained to file this case with a prayer for direction to include their names in the pension scheme in terms of the above mentioned memorandum dated 18-5-86 of the second party No. 2.

A written statement under the signature of the second party No. 3 and 5 and a Deputy Director of law of BWDB has been filed on giving general denial to the first party's case. In the written statement it has been alleged, inter alia, that the case is not maintainable u/s 34 of the I.R.O., 1969 and that the first party has no cause of action to file this case and also the case is hit by waiver, estopel and acquance. The specific case as set out in the written statement may, briefly, be stated that the Government dicided to introduce pension scheme for the employees of BWDB and asked them to submit their options by 31-10-86 at the latest. The second party No. 5 sent the option papers of the concerned employees by putting his counter signature on 12-8-90 to the divisional head quarter from where it were transmitted to second party No. 3 who for not transmission of the same in time *i.e.*, within 31-10-86 informed the second party No. 4 that those were not acceptable for being time barred. In the circumstances, the case of the 1st party is liable to be dismissed with cost.

Point for Determination:

Whether the case is maintainable u/s 34 of the Industrial Relations Ordinance, 1969?

Findings and Decision :

It is admitted in course of hearing that in terms of the recitals of second party no. 2's memo dated 18-5-86 stated above the late date of submission of options in prescribed forms counter signed by the head the office was fixed six months fro, 1st May, 1986 *i.e.* within 31-10-86 but in the instant case the first parties option in prescribed froms if therer be any was admittedly counter signed by the second party no. 5 on 12-8-9 as Head of the office and transmitted through second party no. 4 to the second party n . 3. It is further admitted that the circular mentioned above reveals the submission of the option within 31-10-86. for non-transmission of the first party's option paper by Head of his office or for delayed transmission by the counter signing authority *i.e.*, his Head of office are not the matters to be looked in to by the court who was at fault in transmission of the option papers Further, it can also be said that labour court can not extent the time limit of receiving option papers beyond 31-10-86 by way of any direction upon the second party. Besides it can further be mentioned that to sustain a case u/s 34 of the I.R.O 1969, worker is required to have a secured right under any law, award for settlement for its enforcement. But in the instant case the first party have not acquired or secured any right under any law. In these facts and circumstances of the case and legal issues involved, I am constrained to hodl my view that the first party's case is not maintainable and sustainable u/s 34 of the I.R.O., 1969.

Learned members were consulted. Learned member for the employe side y filing a writt n opinion , shared my view on the subject.In the result, it is hereby,

Ordered

that the case be dismissed on contest, however, without any order as to costs as being not maintainable.

Let three copies of the judgement be sent to the Government.

Md. Abdur Razzaque
Charsman.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা), ৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ১/৯৭

সেলিম বেগ,
প্রযত্নে নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা—অভিযোগকারী।

বনাম

কামাল আহমেদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
দি ন্যাশনাল এ্যাপারেল্স লিঃ,
৩৮০/৪, পূর্ব রামপুরা, থানা সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৯—আসামী

আদেশ নং-২২ তাং ৩০-৬-৯৯

বাদীর আইনজীবী হাজিরা দিয়াছে। বাদীর আইনজীবী মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। জামিন প্রাপ্ত আসামী অনুপস্থিত। আসামীর আইনজীবী আসামীর অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়া দরখাস্ত দিয়াছে। এখন বেলা ১২-৩০ মিনিট। বাদীকে ও তাহার আইনজীবীকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। নথি দেখিলাম। বাদীর অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, বাদী কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী কামাল আহমদকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহাকে জামিনের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা), ৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং ৩৪/৯৭

ফারুক হোসেন,
প্রযত্নে বাবুল মিয়া,
রোড নং ১৩৮, বাসা ১০, গুলশান-১,
ঢাকা-১২১২---অভিযোগকারী।

বনাম

কামাল আহমেদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
দি ন্যাশনাল এ্যাপারেলস লিঃ,
৩৮০/৪, পূর্ব রামপুরা, থানা সবুজবাগ, ঢাকা---আসামী।

আদেশ নং-২২ তাং ৩০-৬-৯৭

বাদীর আইনজীবী হাজিরা দিয়াছে। বাদীর আইনজীবী মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে। জামিন প্রাপ্ত আসামী অনুপস্থিত। আসামীর আইনজীবী আসামীর অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়া দরখাস্ত দিয়াছে। এখন বেলা ১২-৩০ মিনিট। বাদীকে ও তাহার আইনজীবীকে ডাকিয়া পাওয়া গেল না। নথি দেখিলাম। বাদীর অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামলাটি চালাইতে অনাগ্রহী। কাজেই, বাদী কর্তৃক আসামীর বিরুদ্ধে ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী কামাল আহমেদকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাহাকে জামিনের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া গেল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা), ৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৫০/৯৭

ইকবাল আজাদ,, পিতা আবুল হোসেন,
গ্রাম সোমপুর, পোঃ ও থানা খোকসা,
জিলা কুষ্টিয়া—১ম পক্ষ।

বনাম

মন্নু সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ,
পক্ষে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৯, উয়ারী ষ্ট্রীট, উয়ারী, ঢাকা-১২০৩
ও অপর দুইজন—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং ১৮ তাং-২৯-৬-৯৯

পক্ষদ্বয় অনুপস্থিত। ১ম পক্ষ কারণ দর্শায় নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশনামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত, শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

মজুরী পরিশোধ মামলা নং ৭০/৯৭

এস, এম, সোহেল হোসেন,
এল, ডি, এ্যাসিসটেন্ট,

তাজ জুট বেকিং কোং লিঃ,
প্রযত্নে মোঃ ইসমাইল হোসেন ভূঁইয়া,
মুক্তি, সাভারিয়া, ঢাকা—দরখাস্তকারী।

বনাম

চেয়ারম্যান,
তাজ জুট বেকিং কোং লিঃ,
প্রধান কার্যালয়, ১৩৭, মতিঝিল বা/এ,
ঢাকা এবং অপর দুইজন—প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং ১৫ তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। পক্ষগণ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। নথি দেখিলাম। দরখাস্তকারীর অব্যাহত অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-৭৬/৯৭

মোঃ মজিবর রহমান, কার্ড নং-১৯৫,
প্রযত্নে-নাজমা শেখ, ২০০, শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭—-অভিযোগকারী।

বনাম

তাইফুল ইসলাম,খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
পাশা নিটিং এ্যাপারেলস লিঃ হেড অফিস-
১৭০, শান্তিনগর, থানা-ঢাকা। ফ্যাক্টরী-
৩৮৪. পূর্ব রামপুরা টিভি এভিনু্য, থানা সবুজবাগ
ঢাকা।—আসামী।

আদেশ নং-১৮ তারিখ-২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। বাদী অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। নথি দেখিলাম। বাদী অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই, আসামী তাইফুল ইসলাম খানকে হয় ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় অভিযোগ, হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে।
সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনিত অভিযোগ হইতে কোঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী তাইফুল ইসলাম খানকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং আসামীর বিরুদ্ধে জারীকৃত গ্রেফতারী পরওয়ানা রিকল করা হউক।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন, (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-৯০/৯৭

মামুন, কার্ড নং-৬৮, প্রযত্নে-নাজমা আক্তার,
২০০, শান্তিবাগ, ঢাকা। ---১ম পক্ষ।

বনাম

দি ইয়ক গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে-ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
৬৪/এ, পুরানা পল্টন লেন, কাকরাইল, ঢাকা
ও অপর একজন। ---২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং-১৮, তাং২৮-৬-৯৯

মামলাটি ১ পক্ষকে কারন দর্শানোর জন্য ধার্য্য আছে। ১ম পক্ষের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ২য় পক্ষের আইনজীবী সময়ের দরখাস্ত দিয়াছেন। ১ম পক্ষে কারণ দর্শায় নাই। এখন বেলা ১২-৩০ মিনিট। বারবার ডাকিয়া ১ম পক্ষের আইনজীবীকে পাওয়া গেল না। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ কর্তৃক কারণ

না দর্শানো ও তাহার অনুপস্থিতির কারনে মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন ও আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতিজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-১০/৯৮

নারগীস,
পিতা-আব্দুল হালিম,
প্রযত্নে-জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০---১ম পক্ষ।

এস, বি, ফ্যাসন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এফ, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, থানা-সূত্রাপুর,
ঢাকা-১২০৩ এবং অপর একজন---২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং-১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-১১/৯৮

রহিমা,
পিতা-মোঃ সেকেন্দার আলী চৌকিদার,
প্রযত্নে-জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০---১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি, ফ্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এফ, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, উয়ারী, থানা সুত্রাপুর,
ঢাকা-১২০৩ এবং অপর একজন--২য় পক্ষ।

আদেশ নং-১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই, মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ১২/৯৮

ফরিদা,
পিতা মোঃ শাহেব আলী,
প্রযত্নে-জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা ১০০০।—১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি, ক্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এক, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, উয়ারী, থানা সূত্রাপুর,
ঢাকা-১২০০ এবং অপর একজন।—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং ১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা)
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ১৩/৯৮

নাকী,
পিতা আফনদ্দীন মৃধা,
প্রযত্নে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।--১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি ফ্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এক, ফোল্ডার ষ্ট্রিট, ওয়ারী, থানা-সূত্রাপুর,
ঢাকা-১২০৩ এবং অপর একজন।—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং ১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত। ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর,ও মামালা নং ১৪/৯৮

ফাতেমা,
পিতা মোঃ ইনসান হাওলাদার,
প্রযত্নে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।—১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি, ফ্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধে ইহার-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এফ, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, থানা
সূত্রাপুর, ঢাকা-১২০৩ এবং অপর এক জন।—২য় পক্ষগণ।
আদেশ নং ১৪ তাং ২৯-৬-৯৯

মামালাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবির নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমেদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত ইহাতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামালাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হয়। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরাকরের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,

চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামালা নং ১৫/৯৮
আনু,
পিতা মোঃ কালু সরদার,
প্রযত্নে জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০।—১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি, ফ্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার-ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এক, ফোল্ডার ষ্ট্রীট
ওয়ারী, থানা সূত্রাপুর, এবং অপর একজন।—২য় পক্ষ গণ।

আদেশ নং ১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামালাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষের অব্যাহতভাবে অনুপস্থিতিতেই ইহাই প্রতিয়মান হয় যে তিনি মামালাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামালাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামালাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
২৯-৬-৯৯
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং-১৬/৯৮

নিবুফা,
পিতা-মোঃ সিরাজুল ইসলাম,
প্রযত্নে-জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন,
২৭/১১/১, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০—১ম পক্ষ।

বনাম

এস, বি, ফ্যাশন গার্মেন্টস লিঃ,
প্রতিনিধিত্বে ইহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
১/এফ, ফোল্ডার ষ্ট্রীট, ওয়ারী, থানা সূত্রাপুর,
এবং অপর একজন—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং-১৪, তাং ২৯-৬-৯৯

মামলাটি আদেশের জন্য ধার্য আছে। উভয় পক্ষ অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষের অব্যাহতভাবে অনুপস্থিততে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতির কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হইল।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
২৯-৬-৯৯
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং-১৮/৯৮

মোঃ মাইন উদ্দিন,
পিতা-মৃত মৌলভী আজিজুল্লাহ,
পদবী-চেকার, কার্ড নং-২১৩,
বি, এক্স, এক-২, সেকশন,
আর, কে, ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ (ম্যাচ),
পোস্তগোলা, থানা-ডেমরা, ঢাকা-১২০৪—১ম পক্ষ।

বনাম

মহা ব্যবস্থাপক,
আর, কে, ইন্ডাষ্ট্রীজ লিঃ (ম্যাচ),
পোস্তগোলা, থানা-ডেমরা, ঢাকা-১২০৪
ও অপর একজন—২য় পক্ষগণ।

আদেশ নং-১২, তাং ৩-৬-৯৯

নথি আদেশের জন্য পেশ করা হইল। ১ম পক্ষ অনুপস্থিত। ২য় পক্ষের আইনজীবী হাজিরা দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইবে। হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষের অব্যাহত অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষের অনুপস্থিতিতে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
৩-৬-৯৯
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং-২৪/৯৮

মোঃ আবু তাহের, পিতা রফিক উল্লাহ,
পদবী-জবার, বিভাগ/শাখা-তাঁত,
কার্ড নং-১৭৯৩০, আহাম্মদ বাওয়ানী
টেক্সটাইল মিলস লিঃ, ডেমরা, ঢাকা।—১ম পক্ষ।

বনাম

মহা ব্যবস্থাপক,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।—২য় পক্ষ।

আদেশ কপি

আদেশ নং ১৫, তাং-৩-৬-৯৯

উভয় পক্ষ উপস্থিত। ১ম পক্ষ বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া লওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। নথি ও ১ম পক্ষের দরখাস্ত দেখিলাম ২য় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের আইন জীবীর বক্তব্য শ্রুত হইল। ১ম পক্ষ কর্তৃক মামলাটি না পরিচালনার হেতুতে প্রত্যাহার যোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল, ১ম পক্ষ মামলাটি না পরিচালনা হেতুতে প্রত্যাহার হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান,।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

অভিযোগ মামলা নং-২৫/৯৮

মোঃ শহিদ উল্লাহ, পিতা আবুল খায়ের,
পদবী সহকারী/ওয়ার্কস হেলপার,
বিভাগ/শাখা-ওয়ার্কসপ, কার্ড নং-১৮৩৪০,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।—১ম পক্ষ।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।—২য় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৫, তাং-৩-৬-৯৯

উভয় পক্ষ উপস্থিত। ১ম পক্ষ বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইল। নথি ও ১ম পক্ষের দরখাস্ত দেখিলাম। ২য় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শ্রুত হইল। ১ম পক্ষ কর্তৃক মামলাটি না পরিচালনার হেতুতে প্রত্যাহারযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষ মামলাটি না পরিচালনা হেতুতে প্রত্যাহৃত হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামলা নং-২৭/৯৮

জোৎস্না, স্বামী-আছের আলী,
গ্রাম-বাল্লাকান্দি, পোঃ মজিদপুর
থানা- দাউদকান্দি, জেলা—কুমিল্লা।
প্রযত্নে-নাজমা শেখ, ২০০, শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭। ——অভিযোগকারী।

বনাম

কুতুবউদ্দিন আহামেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইপক গার্মেন্টস লিঃ, ৫৪, শান্তিনগর, থানা-মতিঝিল, ঢাকা-১২১৭।—আসামী।

আদেশ নং- ১২, তাং ২৯-৬-৯৯।

বাদী অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই,। জামিন প্রাপ্তির আসামী কুতুবউদ্দিন আহামেদ অনুপস্থিত । নথি দেখিলাম, বাদী ২০-১১-৯৮ তারিখ মামলাটি ননপ্রসিকিউশন হেতু

খারিজ করিবার আদেশ দানের জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। ইহাতে প্রতিয়মান হয় যে, বাদী মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। কাজেই, ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারার আনিত অভিযোগ হইতে আসামী কুতুবউদ্দিন আহামেদ কে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৩৬ সনের মজুরী পরিশোধ আইনের ২০ ধারায় আনীত অভিযোগ হইতে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় আসামী কুতুবউদ্দিন আহামেদকে অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তাঁহাকে জামিনের দায় হইতে মুক্তি দেওয়া হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্য্যালয় দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন (৭ম তলা) ৪নং রাজউক
এভিনিউ ঢাকা।

অভিযোগ মামলা নং ৩০/৯৮

মোঃ সেলিম পিতা লাডু মিয়া,
পদবী খা, সি, বিভাগ রিং,
কার্ড নং ১৮৯৮৫, আহাম্মদ
বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।—১ম পক্ষ।

বনাম

মহাব্যবস্থাপক,
আহাম্মদ বাওয়ানী টেক্সটাইল মিলস লিঃ,
ডেমরা, ঢাকা।—২য় পক্ষ।

আদেশের কপি

আদেশ নং ১৫, তাং ১-৬-৯৯

উভয় পক্ষ উপস্থিত। ১ম পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে মামলাটি প্রত্যাহার করিয়া নওয়ার জন্য দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহাম্মদ ও শ্রমিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টু সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। মামলাটি প্রত্যাহারের দরখাস্ত শুনানীর জন্য গ্রহ করাণ হইল। নথি ও ১ম পক্ষের দরখাস্ত দেখিলাম।

২য় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীর আপত্তি নাই। উভয় পক্ষের আইনজীবীর বক্তব্য শ্রুত হইল। ১ম পক্ষ কর্তৃক মামলাটি না পরিচালনার হেতুতে প্রত্যাহারযোগ্য। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, ১ম পক্ষ মামলাটি না পরিচালনা হেতুতে প্রত্যাহৃত হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত
শ্রম ভবন(৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

ফৌজদারী মামালা নং ৩৩/৯৮

জোৎস্না, স্বামী আছের আলী,
গ্রাম-বাল্লাকান্দি, পোঃ মজিদ পুর,
থানা দাউদকান্দি, জেলা কুমিল্লা।
প্রযত্নে নাজমা শেখ, ২০০, শান্তিবাগ,
ঢাকা-১২১৭।–অভিযোগকারী।

বনাম

কুতুবউদ্দিন আহামেদ,
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ইপক গার্মেন্টস লিঃ, ৫৪,
শান্তিনগর, থানা মতিঝিল,
ঢাকা-১২১৭।—আসামী।

আদেশ নং ১২, তাং ৩০-৬-৯৯

বাদী অনুপস্থিত এবং কোন তদবীর নাই। জামিনপ্রাপ্ত আসামী কুতুবউদ্দিন আহামেদ অনুপস্থিত। নথি দেখিলাম। বাদীর অব্যাহত অনুপস্থিতিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে তিনি মামলাটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রাহী। কাজেই আসামীকে অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, বাদী কর্তৃক ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী অধ্যাদেশের ৯ ধারা ও ১৯৬১ সনের নিম্নতম মজুরী পরিশোধ বিধি মালার ২২ বিধিতে আনিত অভিযোগ হইতে আসামী কুতুবউদ্দিন আহামদকে ফৌঃ কাঃ বিধির ২৪৭ ধারার আওতায় অব্যাহতি দেওয়া গেল এবং তিনি জামিনের দায় হইতেও মুক্তিপ্রাপ্ত হইলেন।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক,
চেয়ারম্যান।

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

Office of the Chairman Second Labour Court,

Srama Bhaban, (7th floor) 4, Rajuk Avenue, Dhaka.

Complaint Case No. 40/98.

Fatema Kashem Ali, S.No. 14867,
KAC-DAC, D'O. Kashem Ali Adamjee,
15/C, Cantonment Bazar Area, P.S. Cantonment, Dhaka--*First party*

Versus

1. Hashem Ali Refai, Manager,
Kuwait Airways Corpnration,
Hotel Sonargaon, Kawran Bazar, Dhaka.
2. Kuwait Airways Corporation,
Represented byits Manager, Hotel Sonargaon, Dhaka.
3. The Director,
Ground Handling and Region Affairs,
Kuwait Airways Corporation, Kuawit City, Kuwait-
—*Second party*.

Present : Mr. Md. Abdur Razzaque, (Dist & Sessions Judge), Chairman.
Mr. Rashid Ahmed, (Employer side) Members.
Mr. Wazedul Islam Khan, (Worker side),

Judgement-dated, 13-06-99

This is an application u/s. 25(1)(b) of the Employment of Labour (Standing Orders) Act, 1965.

Case of the first party, in short, is that she was appointed by the second party Corporation as a Traffic Officer (B) by the appointment letter dated 30-4-86 and she joined on the same date. Thereafter, by a letter dated 18-3-92 she was redesignated as Station Supervisor and subsequently she was promoted as Station Manager with effect from July, 1995 and was

confirmed by a letter dated 11-8-96. Though her designation was Station Manager but she was illegally prevented to draw the real salary/wages of the Station Manager. She could not issue any appointment letter/dismissal letter. She could not take any discipliniray action against any officer and she has no managerial power and as such she is a worker. Due to her protest against the illegal and unsocial acts of the second party No. 1 enemity arose between her and the later. So, Hsham Alrefai the second party No. 1, called for an explanation by letter dated 19-3-98 asking to explain her conduct as to why disciplinary action shall not be taken against her for making correspondence with certain agents of the second party corporation violating the order of the second party No I for certain excess weight. Further case is that the first party was that as per rule of the corporation she was authorised to make such correspondence for the wrong doors. Rather the second party was neither authorised to call for an explanation of her conduct nor he could issue charge sheet etc. Subsequently, the second party No. 1 issued series of allegations against her on various dates. However, the first party submitted explanation through her appointed Advocate Mr. A. S. Jamader denying the allegations. Those allegations were sent on 18-6-98 by courier service but it was returned with the remark that the addressee is in Chittagong and then it was sent by registered post on 25-6-98 with A/D. But the second party No. 1 issued her dismissal letter dated 23-6-98 which she received on 25-6-98 without holding any enquiry. The first party then on 2-7-98 gave a grievance notice under registered cover with A/D to the second parties which were duly received. Before that she also filed T.S. No. 90/98 in the Second Assistant judge Court, Dhaka for permanent injunction and for violation of court's order instituted Violation Case No. 11/98 and also filed I.R.O. Case No. 96/98 in this court for unpaid wages and dues which are still pensding. In the circumstances her grievance for not being meeted out by the second party she has been constrained to file this case with a prayer for direction upon the second party to reinstate her in her former post of Station Manager after setting aside the dismissal dated. 23-6-98 with all her back wages and legal dues.

The second party entered appearance and filed an application on the ground of maintainability. In the application it has been alleged, inter alia, that the 1st party had been dismissed from service on the charge of misconduct but without submitting any grievance petition under her own signature and she not being a worker, the case is liable to be dismissed.

A written objection against the application of the second party has again been filed by the Ld. Advocate alleging, inter alia, that without filing any written statement the second party can not filed an application objecting the maintainability of the like that of an application under order 7 rule 11 of the C. P. C and also in S.O. Act, 1965 there is no such provision. In the written objection it has further been rec t'd that grievance notice sent by first party's Advocate by registered post has fulfilled all equirements of law as the Ld. Advocate is an attorney of the first party.

Points for Determination :

1. Whether the first party is a worker ?
2. Whether raising of maintainability ground preceding the filing of written statement is sustainable

3. Whether grievance petition sent under the signature of Advocate is tenable in law ?

4. W'.et^her first party's case is liable to be dismissed for non-compl:ance of law?

Point No. 1, 2, 3, & 4,

For the sake of brevity and conveniences, all the points are taken up together for discussion.

Let us first of all take up the issue no. 2 regarbing rainsing of maintainability ground proceding the filing of write statement. 'On this issued Ld. Advocate of both the parties advanc their respective arguments abd both of them agreed that Civil Procedure Code of 1908 is not applicable in toto in respect of labour cases filed under the I.R.O 1969 and S.O Act. 1965. It is fırtheur amitte that in absenc' of the p.eced ıre as to pa ticular context the lad u- court acts on the principle of natural justice in adjudicat ng those labour cases. In th.s state of affars it can be said that when there is no specific law limiting the raising of maintainability ground preceding the filing of written statement then we do not find any difficulty in hearing the applicatio ı of the second party in as m ıch as the question of compliance of law in a basic point to be looked into by the court at the first instance.

Now, let us disc ıss ss point No. 3. Admittedly, for seeking redress against d'sm sal order grievance procedure as stated in section 25(1)(b) of the S. O. Act, 1965 is required to be observed prior to the institution of/case before t ıe labour court. Said grievance procedure is setf rth below:

"(a) ......the worker concerned shall submit his grievance to his emplo yer, in writing, by registered post within fifteen days of the occur-rence of the cause of s ıch griev ınce and the employee of such grievance, enqu r: into the matter, give the worker concerned an opportunity of beinge heard and communicate his decision, in writing to the said worker;

(b) if the empl oy r fails to give a decision under clause (a) or if the worker is d ssat sfied with such decision, he may make a complaint to the La ur Court having jurisdiction, within, thirty days from the date of the decision as the case may be unless the grievance has al eady been raise l or has otherw se been taken cognizance of as labo: dispute under the provision of the Industrial Relations ordinance, 1969;

(c) o ı receipt of any complaint under clause (b) , the court after notice given the parties hearing may decide the matter;

in deciding the matter, the court may pass such orders including orders regarding cost, as it may deem just and proper and it may in appropriate cases, requ re, by such order, the reinstantment of the complaint there of and such order shall be final......,,

The first line of the above recitals reveals that the worker concern is required to submit his grievance to his employer in writing by registered post within fifteen days of the accourence of the cause of such grievance

The term worker concerned, to my view, implies worker himself and nobody else on his behalf. But in the instant case what it appears to us that the grievance petition against first party's dismissal dated 23-6-98 was sent by registered post with A/D not by the first party herself but by her appointed Advocate. Sending of such grievance petition by first party's Advocate on her behalf is not covered by the provisions of law as contain in section 25(1)(b) of the S.O. Act, 1965 as recited above and as such the grievance petition on behalf of the first party, to my view, is not susth inable in law. Therefor, I am lead to say that since the first party has failed to observe the grievance procedure in not sendingthe grievance petition by her own singature, her case dozs not lie before the labour court and proceed any further.

In view of the above reasons we decline to make any comment on the point No. 1. Thus, I led to say that the first party's case is liable to be dismissed for non-compliance of law.

Learned Members have been consulted. Mr. Rashid Ahmed Learned Member for the employer side has submitted his written opinion agreeing to my view. In the result, it is hereby,

Ordered

that the case be dismissed on contest, however, without any order as to cost.

Let three copies of this judgement be sent to the Government.

Md. Abdur Razzaque
Chairman.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

পি, ডব্লিউ মামলা নং-২৮/৯৮

মোয়াজ্জেম হোসেন, শফি,
সিনিয়র ফটো জার্নালিষ্ট,
দি বাংলাদেশ অবজারভার,
৩৩, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।—দরখাস্তকারী।

বনাম

ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সম্পাদক,
দি বাংলাদেশ অবজারভার

৩৩, টয়েনবি সার্কুলার রোড,
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ও অপর তিনজন।
প্রতিপক্ষগণ।

আদেশ নং ১০, তাং-১৭-৬-৯৯

মামলাটি শুনানীর জন্য ধার্য আছে। দরখাস্তকারী অনুপস্থিত। প্রতিপক্ষ হাজিরা দাখিল করিয়াছে। পুনঃ পুনঃ ডাকা সত্ত্বেও কোন পক্ষকে বা তাহাদের আইনজীবীকে উপস্থিত পাওয়া গেল না। এখন সময় ১২-৩০ মিনিট। কাজেই মামলাটি খারিজযোগ্য। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, দরখাস্তকারীর অনুপস্থিতজনিত কারণে মামলাটি খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
চেয়ারম্যানের কার্যালয়, দ্বিতীয় শ্রম আদালত,
শ্রম ভবন (৭ম তলা),
৪ নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।

আই, আর, ও মামলা নং ১৩১/৯৮

মোঃ জামাল, বাবুচি,
হোটেল নিউ রহমানিয়া,
প্রযত্নে: আলম খান, ২৪৪,
হাজী লাল মিয়া সরকার রোড,
মুরাদপুর, থানা—ডেমরা, ঢাকা-১২০৪—১ম পক্ষ।

বনাম

প্রোপাইটার,
হোটেল নিউ রহমানিয়া,
৭/জি, এল পাট লেন, কুমারটুলি,
থানা—কোতোয়ালী, ঢাকা-১০০০—২য় পক্ষ।

আদেশ নং ১২, তাং ২৮-৬-৯৯

মামলাটি ১ম পক্ষকে কারণ দর্শানোর জন্য ধার্য আছে। ১ম পক্ষও ২য় পক্ষ অনুপস্থিত এবং ১ম পক্ষ কারণ দর্শায় নাই। মালিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব রশিদ আহমদ

ও প্রনিক পক্ষের বিজ্ঞ সদস্য জনাব ফজলুল হক মন্টুর সমন্বয়ে আদালত গঠিত হইল। নথি দেখিলাম। ১ম পক্ষ অব্যাহতভাবে অনুপস্থিত থাকায় ইহাই প্রতিয়মান হয় যে, তিনি মামলটি পরিচালনা করিতে অনাগ্রহী। বিজ্ঞ সদস্যগণ ইহাতে একমত পোষণ করেন এবং আদেশ নামায় স্বাক্ষর দিতে সম্মত হন। সুতরাং এইরূপ,

আদেশ

হইল যে, মামলাটি ১ম পক্ষের অনুপস্থিতজনিত কারণে খারিজ করা হইল।

অত্র আদেশের তিনটি কপি সরকারের বরাবরে প্রেরণ করা হউক।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক
চেয়ারম্যান ২য় শ্রম আদালত।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।